

# ■■ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৩৭০

পর্ব-১৩: বিবাহ (৮১১। ১৯১১)

পরিচ্ছেদঃ ১৭. দিতীয় অনুচ্ছেদ - স্ত্রীর খোরপোষ ও দাস-দাসীর অধিকার

### আরবী

وَعَن سهلِ بنِ الحَنظلِيَّةِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَة واترُكوها صَالِحَة» . رَوَاهُ أَبُو دَاؤد

#### বাংলা

৩৩৭০-[২৯] সাহল ইবনু হান্যালিয়্যাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উটের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে দেখতে পেলেন যে, তার পিঠ পেটের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা এ জাতীয় বাকশক্তিহীন পশুদের (সওয়ারীদের) ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা এদের উপর আরোহণ এবং অবতরণ সর্বাবস্থায় সুস্থ ও সবল রাখ। (আবূ দাউদ)[1]

## ফুটনোট

[1] সহীহ : আবূ দাউদ ২৫৪৮, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫৪৫, সহীহাহ্ ২৩, সহীহ আত্ তারগীব ২২৭৩।

#### ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে উটকে কষ্ট দেয়া নিষেধাজ্ঞার অধীনে অন্য সৃষ্টিকে কষ্ট না দেয়ার বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল। বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে অন্য সৃষ্টি যেমন প্রাণীকে কষ্টের নিষেধের ব্যাপারটি বর্ণনা করেন।

(قَدْ لَحِقَ ظَهْرُه بِبَطْنِه) পিঠ পেটের সাথে মিলে গেছে। অর্থাৎ উটকে যথাযথ খাবার না দেয়ার কারণে তার পেট খালি হয়ে পিটের সাথে মিলে গেছে। উটের এই অবস্থা দেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

কথা বলতে পারে না এই চতুপ্পদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ তা আলাকে (اتَّقُوا اللَّهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ)



ভয় কর। অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে এদের সাথে ভালো আচরণ কর। এদের যতু নাও।

শব্দের বহুবচন। অহিংস্ত্র চতুষ্পদ প্রাণীকে 'আরবীতে 'বাহীমাতুন' বলা হয়।

الْمُغْجَمَة শব্দের অর্থ বোবা, যে কথা বলতে পারে না। অর্থাৎ সে মালিকের কাছে তার ক্ষুধা, পিপাসা ইত্যাদির কথা তুলে ধরতে পারে না। তাই তার মালিককেই তার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

মুল্লা 'আলী কারী (রহঃ) বলেনঃ এ হাদীসটির দলীল হলো, মালিকের জন্য প্রাণীর ঘাস ইত্যাদি খাবারের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। শাবক মালিককে এর উপর বাধ্য করতে পারে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

তার উপর আরোহণ কর সে উপযুক্ত থাকা অবস্থায়। অর্থাৎ প্রাণীর উপর চড়তে বা আরোহণ করতে হলে দেখ সে তোমাকে বহন করার ক্ষমতা রাখে কিনা। তোমাকে নিয়ে চলার ক্ষমতা রাখে কিনা। প্রাণী সেই ক্ষমতা না রাখলে তার উপর চড়া বা অতিরিক্ত বোঝা যা সে বহনের ক্ষমতা রাখে না তা চাপানো জায়িয নয়।

(وَا تُرُكُوْهَا صَالِحَةً) তাকে ছেড়ে দাও উপযুক্ত থাকা অবস্থায়। অর্থাৎ প্রাণীর উপর আরোহণ করলে বা বোঝা চাপালে সে ক্লান্ত হয়ে অক্ষম হওয়ার পূর্বে আরোহণ ত্যাগ করো এবং বোঝা নামিয়ে নাও। প্রাণী ক্লান্ত হয়ে নুয়ে পড়লে বা চলতে অক্ষম হলে তা তাকে কষ্ট দেয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাই এ প্রাণী এই কঠিন পরিস্থিতিতে পৌঁছার পূর্বে আরোহণ ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অর্থাৎ আরোহণ করা এবং না করা সর্বাবস্থায় সৃস্থ ও সবল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন